রাজার মুখ

মীরা বালসুব্রমনিয়ম

অনেকদিন আগে গ্রীস দেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি রাত্রিবেলা প্রায়ই ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। ছদ্মবেশ নিয়ে গরীব প্রজাদের সংগে মিশে তাদের সুখদুঃখের কথা জেনে নিতেন ও সাধ্যমত তার প্রতিকার করতেন।

এক সন্ধ্যায় সেই রাজা এমনিভাবে ছদ্মবেশে শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন– এমন সময় ভাঙাচোরা খড়ের কুটিরের ভেতর থেকে গানবাজনার আওয়াজ ভেসে এল। রাজা সেই কুটিরের দরজায় গিয়ে দেখলেন বেশ ক'জন লোক মিলে দোতারা বাজিয়ে গান করছে। রাজাকে দরজায় দেখে ওরা কোন প্রশ্ন না করেই তাঁকে আদর করে ঘরে ডেকে বসাল ও সামান্য কিছু খেতে দিল। তারপর রাজাকেও বলল তাদের গান বাজনায় যোগ দিতে।

বেশ কিছুক্ষণ ফুর্তি করার পর কুটিরের মালিক ছাড়া অন্য সবাই একে একে বিদায় নিল। রাজার অবশ্য তখনই যাবার ইচ্ছে ছিল না। ঘরের চারদিক দেখে উনি তখন বুঝে গিয়েছেন যে ঘরের মালিক বেশ গরীব। কিন্তু গরীব হয়েও তাঁর প্রজাটি কি ভাবে মনের শান্তি বজায় রেখে গানবাজনা করে চলেছে তাই জানতে চাইলেন উনি। জানতে চাইলেন লোকটি কী করে, কত রোজগার, কত খরচ, এই সব।

পড়ে কী বুঝলে?

1. রাজা কোন দেশে থাকতেন?
2. খড়ের কুটিরের লোকটি কী করে টাকা উপার্জন করতো?
3. কুটিরের মালিক রোজ কত টাকা রোজগার করতো?

লোকটি জবাব দিল–'আমি বেতের ঝুড়ি বুনে দিন গুজরান করি। ভগবানের দয়ায় আমার রোজ এক টাকা (গ্রীস দেশের টাকা অবশ্য) রোজগার হয়ে যায়। তার থেকে আমি পুরোনো ঋণ শোধ করি, ভবিষ্যতের জন্য সুদে টাকা খাটাই আবার দৈনিক আটজনের ভরণ পোষণ করি।'

রাজা অবাক হয়ে বললেন–'মাত্র এক টাকায় তুমি অত জিনিস করো কি করে বলবে? বিশেষ করে পুরনো ঋণ শোধ আর ভবিষ্যতের জন্য টাকা লগ্নীর ব্যাপারটা–ঠিক বুঝলাম

না।'

'এসো তোমায় দেখাচ্ছি'–বলে বাড়িওলা রাজাকে ভেতরে নিয়ে গেল। প্রথমে একটা ছোট ঘরে গেল ওরা। সেখানে ঝুড়িওলার বুড়ো মা বাবা শুয়েছিলেন। ওদের দেখিয়ে ঝুড়িওলা বলল–'এঁরা হচ্ছেন আমার মা বাবা। আমাকে জন্ম দিয়েছেন,–খাইয়ে পরিয়ে ছোট থেকে বড় করেছেন। আমি এখন ওদের খাইয়ে পরিয়ে সেই ঋণ কিছুটা শোধ করছি।'

এর পাশের ঘরটিতে খেলা করছিল চারটি ছোট ছোট ছেলে। ঝুড়িওলা ওদের দেখিয়ে বলল–'এরা আমার ছেলে। এদের খাইয়ে পরিয়ে বড় করার অর্থই হচ্ছে সুদে টাকা খাটানো–কারণ বড় হলে এরা আমায় দেখবে–বুড়ো বয়সে আমাকে খাওয়াবে পরাবে। আর আটজন প্রাণীর ভরণ পোষণের কথা বলছিলাম না? আমি আর আমার স্ত্রী, চার ছেলে, আমার মা বাবা, সব মিলে আটজন হোল কিনা? এক টাকায় চলা মুশকিল–তবে উপায় যখন নেই তখন কষ্টেসৃষ্টে চালাতেই হয়।'

রাজা বললেন–'দেখা যাচ্ছে তুমি শুধু সৎলোক নও, বুদ্ধিমানও বটে। এবার তোমাকে কিছু বলি এসো', এই বলে আত্ম পরিচয় দিলেন।

ঝুড়িওলা তো তখন ভয়েই অস্থির। বললে 'আপনার যথাযোগ্য সম্মান দিইনি,হুজুর, বেয়াদপি মাপ করবেন।'

'না, না, কোন বেয়াদপি করনি তুমি'– রাজা অভয় দিলেন তাকে। 'আর তোমার দুঃখ দূর করারও চেষ্টা করছি আমি। তবে একটা শর্তে। এক টাকা দিয়ে এতে সব করার কথা তুমি আমার মুখ না দেখলে অন্য কারুকে বোলোনা। যদি বলো, তাহলে কিন্তু তোমার মাথা কাটা যাবে।'

পড়ে কী বুঝলে?

1. ''দেখা যাচ্ছে তুমি শুধু সৎলোক নও বুদ্ধিমানও বটে''। কথাটি কে বলেছে? সৎ ও বুদ্ধিমান কে?
2. ঝুড়িওলা কেন ভয় পেয়ে অস্থির হোল?
3. রাজা ঝুড়িওলাকে অভয় দিয়ে কী বললেন?

'না, না, কাউকে বলব না'–জানালো ঝুড়িওলা। রাজা তখন ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

সেই সময় রাজসভায় প্রধানমন্ত্রীর পদটি খালি ছিল। রাজা চাইছিলেন সৎ বুদ্ধিমান লোককে ঐ পদে বসাবেন। তিনি তখন তাঁর অন্য সব কর্মচারী আর মন্ত্রীদের ডেকে বললেন–দৈনিক একটাকা দিয়ে কি করে একজন লোক পুরোনো ঋণ শোধ করে ভবিষ্যতের জন্য সুদে টাকা খাটায় অথচ আটজনের ভরণ পোষণ করে–এ সমস্যার উত্তর যে আমাকে দিতে পারবে তাকেই এ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী করবো আমি। তিনদিনের মধ্যে এর উত্তর চাই।'

রাজ্যের সব কর্মচারী আর মন্ত্রীরা তৎক্ষণাৎ ভাবতে বসে গেলেন, কারণ প্রধানমন্ত্রী হবার ইচ্ছা সবারই আছে। কিন্তু পুরো দু'দিন ধরে ভেবে ভেবেও কোনই জবাব খুঁজে পেলেন না কেউ।

শেষে মন্ত্রীদের মধ্যে একজনের মনে হোল যে হয়তো রাজা ধাঁধা ও তার উত্তরটা কোনখান থেকে জেনে থাকবেন এবং সেটা রাজার ছদ্মবেশে ঘোরার সময়ই জানা সম্ভব।

সেই মন্ত্রীটি তখন সারা শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছদ্মবেশী রাজার বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন যে ও ধরনের কেউ গত কদিনের মধ্যে এসেছিলেন কিনা।

সারাদিন ঘুরে সবখানেই নিরাশ হয়ে মন্ত্রীটি দিনের শেষে সেই ঝুড়িওলার বাড়ি এলেন।

মন্ত্রীর প্রশ্ন শুনে ঝুড়িওলা বলে উঠলো–'হ্যাঁ, আমাদের রাজা এসেছিলেন বৈ কি, এই গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দিয়ে গেছেন।'

মন্ত্রীটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন–'তুমি বোধহয় ওঁকে একটা ধাঁধা বলেছিলে না, এক টাকার সমস্যার কথা বললেন উনি।'

'হ্যাঁ বলেছিলাম'–

'উত্তরটাও নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে, বলবে আমায়?'

'আজ্ঞে, না'

মন্ত্রীটি সঙ্গে করে টাকার থলে নিয়েই এসেছিলেন। দু'শো টাকা বার করে বললেন –'এই টাকা দিচ্ছি,–এবার উত্তরটা বলো।'

'উহুঁ, কথা দিয়েছি, বলবো না।'

মন্ত্রী এবার পাঁচশো টাকা বার করে বললেন–'পাঁচশো দিচ্ছি, বলো। কেউ জানতে পারবে না।'

ঝুড়িওলা তবু রাজি হল না। মন্ত্রী এবার থলে উজাড় করে টাকা ঢেলে দিলেন। বললেন–'এক হাজার টাকা আছে এতে। পেলে অনেকদিন সুখে থাকতে পারবে, বলো জবাবটা।'

পড়ে কী বুঝলে?

1. ধাঁধার উত্তর জানার জন্য মন্ত্রী ঝুড়িওলাকে প্রথমে কত টাকা দিতে চেয়েছিল?
2. কত টাকা নিয়ে ঝুড়িওলা মন্ত্রীকে জবাব বলে দিল?
3. রাজা মন্ত্রীকে কেন বরখাস্ত করলেন?

চকচকে এক হাজার টাকা দেখে ঝুড়িওলা ভাবল–'এত টাকা পেলে আমার ছেলেরা অনেকদিন ভালো খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে। এই ভাঙা বাড়িটাও সারানো যাবে। তার জন্য যদি আমার গর্দান যায়, না হয় গেল।'

টাকাগুলো উঠিয়ে ও মন্ত্রীকে জবাবটা বলে দিল। মন্ত্রী তো আনন্দে আটখানা হয়ে গিয়ে রাজাকে উত্তরটা জানালেন।

রাজা বুঝতে পারলেন যে ঝুড়িওলা ওর কথা রাখেনি। তক্ষুনি সেপাই পাঠিয়ে ঝুড়িওলাকে রাজসভায় আনালেন। ঝুড়িওলা এলে বললেন–'কী শর্ত হয়েছিল মনে আছে তো, এবার তোমার গর্দান যাবে।' তারপর সেপাইদের বললেন–'এর গর্দান নেওয়ার বন্দোবস্ত কর।'

ঝুড়িওলা কিন্তু ঘাবড়ায়নি একটুও। হাত জোড় করে বিনীত ভঙ্গিতে বললে–''হুজুর, আমি কিন্তু দোষী নই–'

'কি রকম?'

'শর্ত ছিল আপনার মুখ দেখতে পেলেই উত্তরটা বলতে পারবো। তাই তো করেছি'

'সে কি– আমার মুখ আবার দেখলে কখন?'

ঝুড়িওলা এবার টাকার থলেটা বার করল। বলল–'মন্ত্রীমশাই দিয়েছেন এগুলো। আপনার মুখ আছে এতে। একটা দুটো নয়, হাজারটা।' এই বলে একটা টাকা বার করে রাজার সামনে ধরল। রাজা দেখলেন টাকার পিঠে খোদাই করা ওঁর নিজেরই মুখ।

ঝুড়িওলা বললে–'খোদাই করা বটে, কিন্তু আপনারই মুখ তো। জবাবটা না বললে বেয়াদপি হতো হুজুর।'

রাজা এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর সেপাইদের বললেন ঝুড়িওলাকে ছেড়ে দিতে। সেই মন্ত্রীটিকে বললেন–'ঘুষ দিয়ে জবাব আদায় করার অপরাধে এক্ষুনি বরখাস্ত হলে তুমি।'

তারপর ঝুড়িওলাকে বললেন–'তোমার মত বুদ্ধি খুব কম লোকেরই আছে। আজ থেকে তুমিই হলে আমার প্রধানমন্ত্রী।'

তারপর? ঝুড়িওলা প্রধানমন্ত্রী হয়ে মনের সুখে বাস করতে লাগল। বুদ্ধিমান আর সৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খুবই নামডাক হয়েছিল তার।

জেনে রাখো

ছদ্মবেশে	–	চেহারার রূপ বদল করে।
বেয়াদপি	–	অসভ্যতা
দিন গুজরান	–	(ফারসী শব্দ) দিন কাটানো, জীবনযাপন করা
বরখাস্ত	–	পদ থেকে সরানো
নামডাক	–	বিখ্যাত
ঋণ	–	ধার নেওয়া

টাকা লগ্নী	–	সুদে টাকা খাটানো
বিনীত	–	বিনম্র

পাঠবোধ

খালি জায়গায় ঠিক উত্তরটি লেখো:–

1. ক. লোকটি জবাব দিল – আমি.....(বাঁশের/বেতের) ঝুড়ি বুনে দিন গুজরান করি।
   খ. রাজা অবাক হয়ে বললেন – 'মাত্র..... (পাঁচ/এক) টাকায় তুমি অত জিনিস করো কি করে, বলবে?
   গ. 'এসো তোমায় দেখাচ্ছি'– বলে বাড়িওলা (মন্ত্রীকে/রাজাকে) ভেতরে নিয়ে গেল।
   ঙ. 'শর্ত ছিল আপনার.....(মুখ/রূপ) দেখতে পেলেই উত্তরটা বলতে পারবো।
   চ. রাজা বললেন–'ঘুস দিয়ে জবাব আদায় করার অপরাধে এক্ষুনি.....(বরখাস্ত/নিয়োগ) হলে তুমি'।
   ছ. রাজা বললেন – 'তোমার মত বুদ্ধি খুব কম লোকেরই আছে, আজ থেকে তুমিই হলে আমার.....(রাজমন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রী)

সংক্ষেপে উত্তর দাও

2. রাজা ছদ্মবেশে গরীব প্রজাদের জন্য কী করতেন?
3. লোকটি ঝুড়ি বুনে যে টাকা রোজগার করতো তা দিয়ে কী কী করতো?
4. বাড়িওলা কী ভাবে সুদে টাকা খাটান, তা লেখো।
5. ঝুড়িওলার পরিবারে আটজন কারা কারা ছিল?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

7. রাজা ছদ্মবেশে খড়ের কুটিরের ভেতর গিয়ে কী দেখলেন, গুছিয়ে লেখো।
8. 'এর গর্দান নেওয়ার বন্দোবস্ত কর'–এই উক্তিটি কার? কার গর্দান নেওয়ার কথা বলা হয় এবং কেন? 'রাজার মুখ' গল্প অবলম্বনে লেখো।
9. রাজসভায় প্রধানমন্ত্রীর খালি পদটি ভরার জন্য রাজা কী উপায় অবলম্বন করেন?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. **ক্রিয়া পদের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামের সম্বন্ধকে কারক বলে। কারক দুই প্রকার – কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ কারক।**

   নিচে চিহ্ন দেওয়া শব্দগুলির কারকের নাম লেখো ঃ–

   ক. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে.....

   খ. মানুষকে অবিশ্বাস করো না.....

   গ. কালে শুনি.....

   ঘ. গৃহহীনে গৃহ দিনে আমি থাকি ঘরে.....

   ঙ. গাছ থেকে ঝড়ে আম পড়েছে.....

   চ. জলে মাছ আছে.....

2. **ঠিক বানানে (✓) চিহ্ন দাও ঃ–**

ছদ্মবেশে/ছদ্দবেশে	পোসন/পোষণ
ভবিষ্যত/ভবিষ্যৎ	রিণ/ঋণ

3. **তোমার স্কুলে তুলসীদাস জয়ন্তীতে গল্প বলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চাও, এ বিষয় অনুরোধ জানিয়ে তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে একটি পত্র লেখো।**